হিজামা সুন্নাহ ও শিফা

রচনায়
মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী
মুহাদ্দিস, আল জামিআতুল ইসলামীয়া ইমদাদুল উলূম চাকুন্দিয়া, ডুমুরিয়া খুলনা

হিজামা সুন্নাহ ও শিফা

মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সাবেক মুফতি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম
মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া ইমদাদুল উলূম, চাকুন্দিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা
মোবাইল: ০১৯১৭০৭২৯৩, ০১৮১২৫১৯৫৮৯
www.facebook.com/wakil88

প্রকাশকাল:

প্রকাশনা: মাকতাবুল ইত্তেহাদ

সুচিপত্র

সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে ৪
হিজামাহ এর পরিচয় ৫
হিজামার প্রকার ৫
হিজামা সুন্নাত ও শিফা ৬
হিজামা নাম করণ ৬
ফেরেশতাগণের পরামর্শে হিজামা চিকিৎসা ৮
উত্তম চিকিৎসা হিজামা ৯
পা মচকানো অসুস্থতায় হিজামা চিকিৎসা ১০
মাথা ব্যাথায় হিজামা ১১
জাদুর চিকিৎসায় হিজামা চিকিৎসা ১২
হিজামা চিকিৎসা করার দ্বারা ক্ষতির আশংকা থেকে নিরাপদ ১২
উচ্চ রক্ত চাপে হিজামা ১৩
হিজামা চিকিৎসার উপকার ১৪
হিজামা দ্বারা পিঠ হালকা হয় এবং চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি পায় ১৪
রোগ নিরাময়ে হিজামা ১৫
হিজামার দ্বারা বরকত, জ্ঞান ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি ১৬
হিজামা চিকিৎসা না করার দ্বারা ক্ষতির আশংকা ১৭
ইহরাম অবস্থায় হিজামা ১৭
রোযাবস্থায় হিজামা ১৭
দিনে ও রাতের বেলায় হিজামা লাগানো ১৮
যুবক দ্বারা হিজামা করা ১৮
পুরুষ দ্বারা নারীকে এবং নারী দ্বারা পুরুষকে হিজামা চিকিৎসা ১৯
হিজামা করার স্থানসমূহ ২০
হিজামা করার দিন ও তারিখ ২১
হিজামা লাগানোর পারিশ্রমিক ২২

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য; যিনি আমাদেরকে তার অফুরন্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম সুস্থতা ও অসুস্থতার নিয়ামত দিয়েছেন। এবং তিনি প্রতিটি অসুস্থতার জন্য তা নিরাময়ের উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরতে আরবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

পৃথীবির শুরু যুগ থেকেই সুস্থতা ও অসুস্থতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা শুরু হয়েছে। সুস্থতার জন্য মধু কালোজিরা ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে আসছে। যুগে যুগে গাছ গাছড়া দ্বারাও বিভিন্ন ওষুধ বানানো হয়েছে। এভাবে সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসা করা হয়েছে। এভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান এসছে। ইবনে সিনা সহ কত বড় বড় ডাক্তার অতিবাহিত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার অগ্রগতির যুগ। তাই সুস্থতা ও অসুস্থতা বিষয় টি নিয়ে অন্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি গবেষণা হচ্ছে। তবে আল্লাহ তাআলা মধু ও কালো জিরার ভিতর অনেক উপকার ও সুস্থতা রেখেছেন। সাথে সাথে অন্যান্য জিনিষের মধ্যেও সুস্থতা রেখেছেন। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। মোট কথা পৃথীবিতে যত অসুস্থতা রয়েছে; তার সুস্থতার জন্য উপায় উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে;

সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সুত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেন নি; যার

নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেন নি। (অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা যে রোগ সৃষ্টি করেছেন। তার রোগমুক্তির উপায় উপকরণও সৃষ্টি করেছেন।)[১]

পৃথীবিতে যত রোগ ব্যধি ইত্যাদি রয়েছে; রোগ ছোট হোক বা বড় সবগুলিরই রোগমুক্তির উপায় উপকরণ রয়েছে। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক চিকিৎসার উপায় উপকরণ এখনও আবিস্কার করতে পারি নি। তবে তারা সেগুলো আবিস্কারের জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্ট করে চলেছেন; তবে ধীর গতি হলেও সবগুলোরই উপকরণ পেয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। যেহেতু আল্লাহ সমস্ত রোগ নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন; তাতে আল্লাহর রহমত থাকলে সফলতা পেয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। আর প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন রোগ প্রকাশ পাচ্ছে; যেগুলো পূর্বে ছিল না। আবার এমনও রোগ রয়েছে; যা পূর্বে ছিল; তবে এখন নেই। সব মিলিয়ে নতুন রোগের সৃষ্টি প্রকাশিত হলেও তার উপায় উপকরণও সৃষ্টি হবে ইন শা আল্লাহ। তবে বড় একটি রোগ দু’ একদিনে সৃষ্টি হয় না। তার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন পড়ে। সেটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে গাড় হয়ে উঠে। তবে শুরুতে সাবধানতা গ্রহণ করলে তা থেকেও মুক্ত থাকা সম্ভব। আর তার প্রতি মনোযোগী হলে রোগ বড় রূপ ধারণ করতে পারে না। আর রোগ হলেও তার দ্বারা নিরাময় হয়ে যায়। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। আর তার নাম হল হিজামা। আর এ বিষয় নিয়ে বইটিতে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

হিজামাহ এর পরিচয়

আভিধানিক- হিজামা (حِجَامَةٌ) আরবী শব্দ। এটি ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভুত। অর্থ হল, চোষণ করা।

পরিভাষিক- শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে ত্বক অবরণে হালকা ক্ষতের সৃষ্টি করে দূষিত ও অকেজো রক্তকে অপসারণ করা।

হিজামা নাম করণ

হিজামা চিকিৎসাকে ওহী চিকিৎসাও বলা যেতে পারে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে যান; তখন ফেরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন; তারা সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

---

[১] . বুখারী ৯/২৬১ হাদীস নং ৫২৭৬ চিকিৎসা অধ্যায়, এমন কোন ব্যধি অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেন নি।

হিজামা করার আদেশ করেছিলেন; এবং তার উম্মাতগণকে হিজামা করার আদেশ করতেও বলেছিলেন। এমন কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিবরাঈল আলাইহিস সালামও হিজামা করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করা হলে তখন তিনিও হিজামা করেছেন। আর সে যুগে চিকিৎসার কয়েক পদ্ধতি থাকলেও অন্যতম একটি পদ্ধতি ছিল হিজামা। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। তৎপরবর্তী যুগেও অনেকে করেছেন। এমন কি আজও তা বিদ্যমান। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে আজ আমাদের থেকে এ সুন্নাত বিলুপ্ত প্রায়। তবে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মুবারক যবান থেকে যেহেতু হিজামা শব্দ ব্যবহার হয়েছে; তাই আমরা উক্ত চিকিৎসাকে হিজামা হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। আর এ হিজামা চিকিৎসা সুন্নাত এবং শিফা তথা রোগমুক্তির কারণ।

হিজামার প্রকার

হিজামা এর প্রকার- ১. তাশরীত। ২. তাদলীক। ৩. জাফ্‌ফা

তাশরীত- ব্লেড, সুচ অথবা পিন ব্যবহার করে হিজামার কাপ দিয়ে রক্ত বের করা।

তাদলীক- ব্যাথার স্থানে তেল লাগিয়ে হিজামার কাপ দিয়ে ম্যাসেজ করা।

জাফ্‌ফা- ব্যাথার স্থানে কাপ বসানো ও উঠানো।

এ তিন প্রকার হিজামা গ্রহণ করার দ্বারা কমবেশ মানুষের উপকার হয়। তবে প্রথম প্রকারের হিজামা তথা তাশরীত সুন্নাত এবং সবচে উপকারী। কিন্তু তাদলীক দ্বারা প্রথম প্রকারের তুলনায় বেশ কম উপকার হয় এবং শেষ প্রকারের তুলনায় অধিক উপকার হয়। আর জাফ্‌ফা দ্বারা অতিসামান্য উপকার হয়। কিন্তু প্রথম প্রকার তাশরীতের মত কোনটাতেই উপকার হয় না। কিন্তু তাদলীক, জাফ্‌ফা দ্বারা কিছুটা উপকার হলেও পরিপূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। আর তা সুন্নাতও নয়। তবে সাময়ীক কিছু উপকার অবশ্যই হয়।

হিজামা সুন্নাত ও শিফা

عَنْ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً

আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ রহ. থেকে বর্ণিত, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. অসুস্থ মুকান্না কে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন, আমি সরবো না যতক্ষণ না তাকে হিজামা করানো হয়। কেননা, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় এর (হিজামা) মধ্যে রয়েছে নিরাময়।[২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি জিনিষের মধ্যে রোগমুক্তির ব্যবস্থা নিহিত আছে। মধু পান করা ও ব্যবহার করা, হিজামা করা এবং আগুন (তপ্ত লৌহ) দিয়ে দাগ লাগানো। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ লাগাতে নিষেধ করছি।[৩]

عَنْ أَنَسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সে সকল জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচে উত্তম হল হিজামা করা।[৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনেক ধরণের চিকিৎসা ছিল। ঝাঁড় ফুক করা, মধূ কালোজিরা ব্যবহার করা, হিজামা লাগানো ইত্যাদি। তবে এ জাতীয় চিকিৎসা সে সময়ের মানুষগণ করতেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, সাধারণ সময়ে করেছেন, রোযাবস্থায় করেছেন, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, দিনের বেলা করেছেন, রাতের বেলা করেছেন, তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ী করেছেন। এভাবে সকলেই হিজামা করেছেন অন্যদেরকে উৎসহ প্রদান করেছেন। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, এ হিজামা চিকিৎসা সকলের জন্য সুন্নাহ চিকিৎসা ও শিফা। আর এ চিকিৎসা শুধু দুনিয়াবী গবেষণার চিকিৎসা নয় বরং তা ওহীর চিকিৎসাও বটে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গিয়েছিলেন; তখন ফেরেশতাগণ তাকে হিজামা করার প্রতি উৎসাহিতও করেছিলেন। নিম্নের হাদীসগুলি তার উপর প্রমাণ বহন করে।

---

[২]. বুখারী ৯/২৬৮ হাদীস নং ৫২৯৪ চিকিৎসা অধ্যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য হিজামা লাগানো।
[৩]. বুখারী ৯/২৬২ হাদীস নং ৫২৭৮ চিকিৎসা অধ্যায়, তিনটি জিনিষের মধ্যে রোগের নিরাময়।
[৪]. বুখারী ৯/২৬৮ হাদীস নং ৫২৯৩ চিকিৎসা অধ্যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য হিজামা লাগানো।

ফেরেশতাগণের পরামর্শে হিজামা চিকিৎসা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! অবশ্যই আপনি হিজামা চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।[৫]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ أَمَرُوهُ أَنْ مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মিরাজ এর ঘটনা বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি তখন ফেরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই গেছেন, সে দলই তাকে বলেছেন, আপনি আপনার উম্মত কে হিজামা করার নির্দেশ দিবেন।[৬]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ، وَالْكَاهِلِ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ঘাড়ের দু রগ এবং কাঁধে হিজামা করানোর পরামর্শ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে নাযিল হলেন।[৭]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা আমরা এ কথা বলতে পারি, যেহেতু ফেরেশতাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজামা করার নির্দেশ দিছেন, উম্মতকে হিজামা করানোর প্রতি নির্দেশ প্রদান করতে বলেছেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হিজামা করানোর পরামর্শ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতরণ করেছেন; সুতরাং এটা আল্লাহ পাকের নির্দেশ ব্যতিরেকে করেন নি। অবশ্যই সেখানে আল্লাহর আদেশ ছিল। অতএব এ

---

[৫] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৩ হাদীস নং ৩৪৭৭ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামা
[৬] . তিরমিযি ৪/৪৩৬ হাদীস নং ২০৫৮ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামা
[৭] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৪ হাদীস নং ৩৪৮২ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামার স্থান

হিজামা করা ওহী চিকিৎসা বলা যাবে। আর ওহী চিকিৎসা উত্তম চিকিৎসা অবশ্যই হতে হবে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজামা চিকিৎসাকে উত্তম চিকিৎসা বলে অবহিত করেছেন। তার প্রমাণ হাদীসে বিদ্যমান। পৃথীবিতে অনেক চিকিৎসা রয়েছে। যেমন তখনকার যুগে ছিল; বর্তমান যুগেও অনেক চিকিৎসা রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান উৎকর্ষের যুগের কারণে তার চিকিৎসা উন্নয়ন করেছে। প্রতিনিয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরো সামনে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এতে অনেকেই নিয়জিত রয়েছেন। তবে সে যুগে এবং এ যুগে যত চিকিৎসারই আবিস্কার হোক না কেন; ওহী চিকিৎসার মত চিকিৎসা হতে পারে না। আর এরচেয়ে উত্তম কোন চিকিৎসা হবে না। ওহীর চিকিৎসা আজীবন বিদ্যমান থাকবে ইন শা আল্লাহ। আর এ দ্বারা সব সময়ের মানুষ সবচে বেশি উপকৃত হবে ইন শা আল্লাহ। এমন কি এ চিকিৎসা চালু রাখলে বড় রোগ হওয়ার আশংকা কম। আল্লাহ তাআলার রহমত থাকলে ওহী চিকিৎসার উসিলায় মারাত্মক ব্যধি থেকে রক্ষা পাবে। আর সে কারণে হাদীসে এ চিকিৎসাকে সর্বসময়ের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা হিজামাকে অবহিত করেছেন। নিম্নের হাদীস তার প্রমাণ বহন করে।

উত্তম চিকিৎসা হিজামা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সে সকল জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচে উত্তম হল হিজামা করা।[৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সকল উপায়ে তোমরা চিকিৎসা কর, তার কোনটাতে কল্যাণ থাকলে হিজামা তে কল্যাণ রয়েছে।[৯]

---

[৮]. বুখারী ৯/২৬৮ হাদীস নং ৫২৯৩ চিকিৎসা অধ্যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য হিজামা লাগানো।
[৯]. ইবনে মাজাহ ৩/২৭৩ হাদীস নং ৩৪৭৬ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের ওষুধসমূহের মধ্যে যদি কল্যান বিদ্যমান থাকে তাহলে তা রয়েছে হিজামার মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুন দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়াকে পসন্দ করি না।[১০]

তিন ধরণের চিকিৎসা উপকারী হলেও আগুণ দ্বারা চিকিৎসা করা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা অপসন্দনীয়। সুতরাং আগুণ বা তার সাদৃশ্য জাতীয় চিকিৎসা থেকে দূরে থাকতে হবে। অনেক উপকারী জিনিষ থাকলেও তা গ্রহণ করা নিষেধ থাকে। সব উপকার মানুষের উপকার বয়ে আনে না। যেমন মদে কিছু উপকার থাকলেও তা উপকার বয়ে আনে না। বরং উপকারের তুলনায় বেশি ক্ষতি করে। মদ সেবনকারী ব্যক্তির শরীরের অবস্থার অনেক অবনতি হয়। যা এক সময়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তা থেকে দূরে থাকতে হবে। তেমনিভাবে আগুনের দ্বারা চিকিৎসা করার দ্বারা উপকার হলেও তাতে বিভিন্ন সমস্যা থেকে যায়। আর আল্লাহর শান এই নয় যে, অন্যরা এ আগুণ নিয়ে অতিরিক্ত কোন কিছু করুক। সুতরাং এ আগুনের দ্বারা উপকার হলেও তা থেকে দূরে থাকতে হবে। হ্যাঁ চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে মধুর ব্যবহার বা হিজামার ব্যবহার করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অসুস্থতায় হিজামার ব্যবহার করেছেন। হাদীসে বিভিন্ন রোগমুক্তির জন্য হিজামা চিকিৎসা করার কথা উল্লেখ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হিজামা চিকিৎসা করিয়েছেন; সাহাবায়ে কেরামও চিকিৎসা করিয়েছেন।

পা মচকানো অসুস্থতায় হিজামা চিকিৎসা

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ

[১০] . বুখারী ৯/২৬৩ হাদীস নং ৫২৮১ চিকিৎসা অধ্যায়, মধুর সাহায্যে চিকিৎসা।

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘোড়া থেকে খেজুর কান্ডের উপর ছিটকে গেলে তার পা মচকে যায়। ওয়াকী রহ. বলেন, অর্থাৎ ব্যাথার কারণে মচকানো জায়গায় তিনি হিজামা করেন।[১১]

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে ছিটকে খেজুর গাছের গোড়ার উপর পড়ে যান; যার ফলে তার পায়ের উপর আঘাত লাগে। আর পা মচকে যায়। সে কারণে তার হাটা চলা করতে অনেক কষ্ট হয়। এ অসুস্থতার নিরাময়ের জন্য তিনি হিজামা চিকিৎসা ব্যবহার করেন। ওই চিকিৎসার বরকতে তিনি সুস্থতাও লাভ করেন। এ অসুস্থতা ছাড়াও অর্ধেক মাথা ব্যথা বা পরিপুর্ণ মাথা ব্যথার জন্য হিজামা করেছেন। আমরা ত মাথা ব্যথার জন্য কত রকমের ডাক্তার, কত কবিরাজ দেখায়, কত তদবীর গ্রহণ করি; কতরকমের ওষুধ খায়; তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আল্লাহর নবী এ রকম অসুস্থতার জন্যও হিজামা চিকিৎসা করেছেন। ফলশ্রুতিতে তার মাথার ব্যথা কম হয়েছে; হিজামা চিকিৎসা তার উপকার হয়েছে।

মাথা ব্যাথায় হিজামা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, মাথা ব্যাথার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় লাহি জামাল নামক একটি কুপের নিকট মাথায় হিজামা লাগান।[১২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ، مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অর্ধ মাথা ব্যাথার কারণে হিজামা করেছেন।[১৩]

---

[১১] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৫ হাদীস নং ৩৪৮৫ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামার স্থান

[১২] . বুখারী ৯/২৬৯ হাদীস নং ৫২৯৬ চিকিৎসা অধ্যায়, অর্ধেক মাথা ব্যাথা কিংবা পূর্ণ মাথা ব্যাথার কারণে হিজামা করা

পা মচকানো, অর্ধ মাথায় ব্যথা, পরিপূর্ণ মাথায় ব্যথা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসার জন্য হিজামা করেছেন; এক সময় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করা হয়; যার ফলে তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে; স্বাস্থের অবনতি শুরু হয়। সে সময় তিনি জাদুর নিরাময়ের জন্যও হিজামা চিকিৎসা করেন। হাদীস তার প্রমাণ বহন করে।

জাদুর চিকিৎসায় হিজামা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ بِقَرْنٍ حِينَ طُبَّ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জাদু করা হলে তিনি মাথার উপর হিজামা লাগিয়েছিলেন।[১৪]

এরকমভাবে যত অসুস্থতা আছে; তার জন্য হিজামা চিকিৎসার ব্যবহার হতে পারে। মানুষের শরীরে ঠিকমত রক্ত চলাচল করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; ঠিকমত রক্ত চলাচল না করলে বা বেশি করলে তার সাস্থের অবনতি হয়। তাই রক্ত চলাচল কম করলে বা বেশি করলে তার জীবন নাশের হুমকি রয়েছে। এক্ষেত্রে হিজামা চিকিৎসা করলে ইন শা আল্লাহ জীবন নাশের হুমকি থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

হিজামা চিকিৎসা করার দ্বারা ক্ষতির আশংকা থেকে নিরাপদ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের অশংকা আছে।[১৫]

---

[১৩] . বুখারী ৯/২৬৯ হাদীস নং ৫২৯৬ চিকিৎসা অধ্যায়, অর্ধেক মাথা ব্যাথা কিংবা পূর্ণ মাথা ব্যাথার কারণে হিজামা করা

[১৪] . তিব্বে নববী, ইবনুল কায়্যিম জওযিয়া ১/৯৩

[১৫] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৫ হাদীস নং ৩৪৮৬ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

রক্তের চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পারলে শরীর অনেক অসুস্থতা থেকে নিরাপদ থাকবে। এভাবে রক্ত চলাচলের গতি ঠিক রাখতে না পারলে যখন তখন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক ব্যধি হতে পারে। এর জন্য নিয়মিত শরীরের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রক্তের কোন সমস্যা হলে হিজামা চিকিৎসা করালে খুবই উপকারী হবে। এভাবে ব্লাড প্রেশার তথা উচ্চ রক্তচাপের কারণে হযরত ওমর রাযি. হিজামা চিকিৎসা করেছেন এবং তার অনেক উপকার হয়েছে।

উচ্চ রক্ত চাপে হিজামা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا، إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا، وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ، أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ، وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَفِي الْحِفْظِ

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়েছে (রক্তচাপ বেড়েছে)। অতএব আমার জন্য একজন হিজামাকারী খুঁজে আনো। আর সম্ভব হলে যুবক কে আনবে। বৃদ্ধ বা বালককে আনবে না। কারণ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, বাসি মুখে হিজামা করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।[১৬]

অতএব বলা যায় যে, শরীরের যে কোন অসুস্থতায় হিজামা চিকিৎসা করা যায়। আর হিজামা চিকিৎসা, ওহী চিকিৎসা, সুন্নাহ চিকিৎসা, উত্তম চিকিৎসা হওয়ার কারণে এ চিকিৎসার মত অন্য চিকিৎসাতে উপকার পাওয়া খুবই কঠিন। অতএব সব মিল করে এ কথা বলা যায় যে, সুস্থতার জন্য অন্য চিকিৎসার তুলনায় হিজামা চিকিৎসার বিকল্প নেই। আর এ চিকিৎসার মধ্যে অনেক উপকার নিহিত। এমন কি এ হিজামা চিকিৎসা করলে অন্য চিকিৎসা না করলেও তার জন্য যথেষ্ট হবে। এরপরও কেউ যদি করতে চাই; তবে করতে পারবে। তবে সুন্নাহের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। যার যতটুকু এ ওহী চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস ভক্তি থাকবে; যার নিয়ত যত খাঁটি হবে তার ততখানিক উপকারও হবে ইন শা আল্লাহ। তবে নিম্নে কয়েকটি উপকারের কথা আলোচনা করছি।

---

[১৬] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৬ হাদীস নং ৩৪৮৭ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

হিজামা চিকিৎসার উপকার

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَيَقُولُ: مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ، فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ

হযরত আবু কাবশা আনমারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার মাঝখানে এবং দু' কাঁধের মাঝে হিজামা করাতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি তার শরীরের এ অংশ থেকে রক্তমোক্ষণ করাবে, (অর্থাৎ শরীরের এ অংশে হিজামা করবে) তার কোন রোগের চিকিৎসা না করালেও ক্ষতি হবে না।[১৭]

মানুষের টক্সিন দূষিত রক্ত মোচন করতে পারলেই তার শরীরের সুস্থতা বয়ে আনবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের শরীরের রক্ত প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নষ্ট হয়ে যায়; আর উক্ত রক্ত এক সময় দূষিত রক্তে পরিণত হয়। আর দূষিত রক্তের কারণে আমরা একেক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। ফলে দিন দিন আমাদের অসুস্থতা বেড়েই চলে। তবে আমরা এ দূষিত রক্ত হিজামা দ্বারা বের করে দিতে পারলে আমাদের অনেক অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। অতএব এ হিজামা করলে আর কোন চিকিৎসা না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না। বরং সে সুস্থ থাকবে ইন শা আল্লাহ। এমনকি এ হিজামা চিকিৎসা দ্বারা মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপকার করে। অনেকের পিঠে বিভিন্ন ধরণের রোগ হয়। চোখের দৃষ্টি কমে যায়; ভাল মত দেখতে পায় না। দূরের কিছু দৃষ্টি গোচর হয় না। নিকটের জিনিষ দেখতে পারে না। এমন অনেক সমস্যাই হয়। যা আমরা প্রতিনিয়ত দেখি; শুনি; এমনকি আমাদেরও অনেক সমস্যা হয়। তবে এ হিজামা চিকিৎসা দ্বারা আমাদের পিঠ ও চোখের বিভিন্ন সমস্যার নিরাময় হয়। মেরুদণ্ডের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি হয় এবং দৃষ্টি শক্তিও প্রখর হয়।

হিজামা দ্বারা পিঠ হালকা হয় এবং চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ

[১৭] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৫ হাদীস নং ৩৪৮৪ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামার স্থান

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম বান্দা হল হিজামাকারী, সে রক্ত বের করে আনে। পিঠকে হালকা করে এবং দৃষ্টিতে প্রখর করে।[১৮]

অন্যান্য অসুস্থতার নিরাময় ত হয় এমন কি মেরুদণ্ড ও চোখেরও উপকার হয়। অর্থাৎ যে রোগই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন; তা থেকে সুস্থ থাকার জন্য অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য উপকরণও সৃষ্টি করেছন। এ হিজামা চিকিৎসাও একটি উপকরণ; যার দ্বারা আমরা রোগ নিরাময় করতে পারি। এ চিকিৎসা যে কোন অসুস্থতার জন্য ব্যবহার হতে পারে এবং এ চিকিৎসার ভিতরও আরোগ্যতাও রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য এ হিজামা চিকিৎসা করেছেন এবং এ চিকিৎসাতে আরোগ্যতা রয়েছে; তাও বলেছেন।

রোগ নিরামেয়ে হিজামা

عَنْ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً

আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ রহ. থেকে বর্ণিত, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. অসুস্থ মুকান্না কে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন, আমি সরবো না যতক্ষণ না তাকে হিজামা করানো হয়। কেননা, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় এর (হিজামা) মধ্যে রয়েছে নিরাময়।[১৯]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ وَقَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তাকে হিজামার পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১৮] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৩ হাদীস নং ৩৪৭৮ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামা

[১৯] . বুখারী ৯/২৬৮ হাদীস নং ৫২৯৪ চিকিৎসা অধ্যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য হিজামা লাগানো।

হিজামা করেছেন। আবু তায়বা তাকে হিজামা করেন। এরপর তিনি তাকে দু' সা (৬ কেজি ৩৬০ গ্রাম) খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা তার থেকে পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাঘব করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমরা সে সকল জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচে উত্তম হল হিজামা করা এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা। তোমরা তোমাদের শিশুদের জিহ্বা, তালু টিপে কষ্ট দিও না। বরং তোমরা চন্দন কাঠ (ধোঁয়া) ব্যবহার করাও।[২০]

এ চিকিৎসা শুধুমাত্র শারীরিক সুস্থ করে তা কিন্তু নয় বরং এ ছাড়াও অনেক উপকার রয়েছে। অর্থাৎ হিজামা চিকিৎসা করার দ্বারা শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থতা ফিরে পাওয়া যায়; এমন কি এর দ্বারা বরকত অর্জিত হয়। মানুষের মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাই কোন ব্যক্তি যদি সুস্থ থাকে; এবং তার জ্ঞান বুদ্ধি কম হয়; মেধাশক্তি কম থাকে; ও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে; বরকত না থাকে; তবে এ হিজামা চিকিৎসার প্রয়োগে তার মেধাশক্তির উন্নতি হয়। জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। এক কথায় শরীরিক মানুষিক বিভিন্ন সমস্যায় এ চিকিৎসা সবচে বেশি উপকারী হয়।

হিজামার দ্বারা বরকত, জ্ঞান ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ، أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ، وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَفِي الْحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ،

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, বাসি মুখে হিজামা করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহর বরকত লাভে ধন্য হতে তোমরা হিজামা করাও।[২১]

যেহেতু হিজামা চিকিৎসা মানুষের জন্য শারীরিক মানুষিক সকল দিক থেকে উপকার হয়। তাই যথাসম্ভব প্রত্যেককেই এ চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। সে যেন বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাপদ থাকে; সুস্থ থাকে। আমল করতে পারে। তবে শরীর অসুস্থ থাকলে মানুষের কোন কিছুই তেমন ভাল লাগে না। ঠিকমত ইবাদাত করতেও পারে না। তাই সকলের জন্য এ হিজামা চিকিৎসা সুস্থতার

[২০] . বুখারী ৯/২৬৮ হাদীস নং ৫২৯৩ চিকিৎসা অধ্যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য হিজামা লাগানো।
[২১] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৬ হাদীস নং ৩৪৮৭ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

জন্য গ্রহণ করা উচিত। এবং সুন্নাহ চিকিৎসাকে প্রাধাণ্য দেয়া উচিত। আর যারা এ চিকিৎসা করে না; তাদের বিভিন্ন ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। এমনকি প্রাণ নাশের মত ভয়াবহ সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

হিজামা চিকিৎসা না করার দ্বারা ক্ষতির আশংকা

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের অশংকা আছে।[২২]

হিজামা চিকিৎসা করে রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা যেতে পারে। এর দ্বারা মানুষের শরীর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে; সুস্থ থাকে; ভাল থাকে; আর এমন থাকলে ইবাদত বন্দেগী বেশি করে করাও যায়। আর এ হিজামা চিকিৎসা ইহরাম অবস্থায়; রোযা অবস্থায় এমন কি দিনে রাতেও করা যায়।

ইহরাম অবস্থায় হিজামা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হিজামা লাগিয়েছেন।[২৩]

হজ্জ পালনরত অবস্থায় হিজামা করতে পারে। এতে করে হজ্জ ইবাদতের কোন ক্ষতি হবে না। সুস্থতা অসুস্থতা সব মিলিয়ে মানুষ। আর এ অবস্থার মধ্যে ইবাদত পালন করতে হয়। তাই কোন ব্যক্তি হজ্জ পালনরত অবস্থায় ইহরাম পরিধাণ করার পর অসুস্থ হলেও সে এ হিজামা চিকিৎসা করতে পারবে। এতে করে সে সুস্থও থাকবে; হজ্জও পালন করা হবে।

রোযাবস্থায় হিজামা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাবস্থায় হিজামা করেছেন।[২৪]

---

[২২] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৫ হাদীস নং ৩৪৮৬ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

[২৩] . বুখারী ৯/২৬৭ হাদীস নং ৫২৯২ চিকিৎসা অধ্যায়, সফর ও ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগানো।

[২৪] . বুখারী ৯/২৬৭ হাদীস নং ৫২৯১ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন সময় হিজামা করতে হয়?

রোযা রাখা অবস্থায় কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলেও সে হিজামা চিকিৎসা করতে পারবে। অসুস্থ না হলেও পারবে। মোট কথা ইহরাম অবস্থায় রোযা অবস্থায় এ হিজামা চিকিৎসা গ্রহণ করাতে তার উক্ত ইবাদতে কোন প্রকার সমস্যা হবে না।

দিনে ও রাতের বেলায় হিজামা লাগানো

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى، لَيْلًا

হযরত আবু মুসা রাযি. রাতে হিজামা লাগাতেন।[২৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ، أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ، وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَفِي الْحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ،

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, বাসি মুখে হিজামা করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহর বরকত লাভে ধন্য হতে তোমরা হিজামা করাও।[২৬]

হিজামা চিকিৎসা দিনে রাতে সব সময় করা যায়। এতে কোন সমস্যা নেই। হাদীসে বাসি মুখে কথা দ্বারা দিনের শুরুতে হওয়া বুঝা য়ায়। অর্থাৎ হিজামা চিকিৎসা দিন হোক বা রাত হোক করা যেতে পারে। তাতে কোন সমস্যা নেই। আর হিজামা করোনোর জন্য যুবক হলে বেশি ভাল। কেননা বিষয়টি সুক্ষতার সাথে একটি চিকিৎসা। তাই যুবক হলে সে সুন্দরভাবে করতে পারবে। আর বৃদ্ধ হলে বা ছোট হলে তাদের দ্বারা ক্ষতিও হতে পারে। এ জন্য যুবক দ্বারা হিজামা চিকিৎসা করা বেশি ভাল।

যুবক দ্বারা হিজামা করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا، إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا، وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়েছে (রক্তচাপ বেড়েছে)। অতএব আমার জন্য একজন

---

[২৫] . বুখারী ৯/২৬৭ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন সময় হিজামা করতে হয়?

[২৬] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৬ হাদীস নং ৩৪৮৭ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

হিজামাকারী খুঁজে আনো। আর সম্ভব হলে যুবক কে আনবে। বৃদ্ধ বা বালককে আনবে না।[২৭]

যুবক দ্বারা চিকিৎসা করতে পারলে ভাল; তবে বেশি বৃদ্ধ না হলে আর চিকিৎসা করার সময় নিপুনভাবে চিকিৎসা করতে পারলে তার দ্বারা হিজামা চিকিৎসা করাতে কোন ক্ষতি নেই। আর অনেক সময় এমন হয় যে, হিজামাকারী পুরুষ কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তি হল নারী। সে ক্ষেত্রে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। এ জন্য পুরুষ রোগীর জন্য পুরুষ হিজামাকারী আর নারী রোগীর জন্য নারী হিজামাকারী হলে সবচে বেশি ভাল হয়। কিন্তু এর বিপরীত হলে যেমন ডাক্তার হল নারী। কিন্তু রোগী হল পুরুষ আবার এমন হতে পারে যে, ডাক্তার হল পুরুষ আর রোগী হল নারী। এক্ষেত্রে উভয়ে তার চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে। যেমন নারী ডাক্তার পুরুষ রোগীকে চিকিৎসা করতে পারবে। তেমনিভাবে পুরুষ ডাক্তার নারী রোগীকে চিকিৎসা করতে পারবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় চিকিৎসা করানোতে কোন সমস্যা নেই। তবে যেখানে করবে সেখান ছাড়া অন্য জায়গার পর্দা রক্ষা করতে হবে।

পুরুষ দ্বারা নারীকে এবং নারী দ্বারা পুরুষকে হিজামা চিকিৎসা

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মীনি উম্মে সালামা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজামা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তায়বা কে হিজামা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, আবু তায়বা তার দুধ ভাই ছিলেন, কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন।[২৮]

عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ

---

২৭ . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৬ হাদীস নং ৩৪৮৭ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

২৮ . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৪ হাদীস নং ৩৪৮০ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামা

হযরত রুবায়ই বিনতে মুআওওয়ায বিনতে আফরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হতাম, তখন আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম। তাদের সেবা যত্ন করতাম এবং নিহত ও আহতদেরকে মদিনায় পৌঁছে দিতাম।[২৯]

অর্থাৎ পুরুষ ব্যক্তি নারী রোগীকে হিজামা চিকিৎসা করতে পারবে। তেমনিভাবে নারী ডাক্তারও পুরুষ রোগীকে হিজামা চিকিৎসা করতে পারবে। এসময় তাকওয়া, খোদাভীতি রাখতে হবে। বেপর্দা হওয়া যাবে না। তাকওয়াহীনও হওয়া যাবে না। চিকিৎসা করার সময় সুন্দরভাবে অসুস্থতা অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে হিজামা করবে। প্রত্যেক রোগের জন্য হিজামার স্থান একই নয়। বরং ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য একটি স্থানে হিজামা করলেও অনেক উপকার হতে পারে। কিন্তু তাই বলে একটিই স্থান এমন নয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে রোগ হিসেবে তার স্থান নির্বাচন করেছেন। সে হিসেব করে সুন্দরভাবে সেখানে হিজামা করবে। তবে হাদীসে কয়েকটি রোগের জন্য তার স্থানও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।

হিজামা করার স্থানসমূহ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلَحْيِ جَمَلٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাহি জামাল অঞ্চলে ইহরাম অবস্থায় মাথার মাঝখানে হিজামা লাগিয়েছেন।[৩০]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ، وَالْكَاهِلِ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ঘাড়ের দু রগ এবং কাঁধে হিজামা করানোর পরামর্শ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে নাযিল হলেন।[৩১]

---

[২৯]. বুখারী ৯/২৬১ হাদীস ৫২৭৭ চিকিৎসা অধ্যায়, পুরুষ নারীর, নারী পুরুষের চিকিৎসা করতে পারে কি?

[৩০]. ইবনে মাজাহ ৩/২৭৪ হাদীস নং ৩৪৮১ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামার স্থান

[৩১]. ইবনে মাজাহ ৩/২৭৪ হাদীস নং ৩৪৮২ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামার স্থান

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ، وَعَلَى الْكَاهِلِ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দু রগে এবং কাঁধে হিজামা করেছেন।[৩২]

হাদীসে এ সকল পয়েন্ট ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ হিজামা চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করে আরো অনেক পয়েন্ট নির্ধারিত করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে জানতে চান তারা হিজামার পয়েন্টের জন্য সে সকল বই আছে; সেগুলো দেখতে পারেন। তবে হিজামা করার সময় উত্তম কিছু দিন ও তারিখ রয়েছে। সেদিন ও তারিখগুলি মিল করে করতে পারলে অতিরিক্ত উপকার হয়।

হিজামা করার দিন ও তারিখ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দু পাশের রগে এবং কাঁধে হিজামা করাতেন। আর তিনি মাসের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে হিজামা করতেন।[৩৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি হিজামা করাতে চাইলে যেন মাসের সতের, ঊনিশ, অথবা একুশ তারিখ বেছে নেয়। তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের অশংকা আছে।[৩৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا، إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا، وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

৩২. ইবনে মাজাহ ৩/২৭৪ হাদীস নং ৩৪৮৩ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামার স্থান

৩৩. তিরমিযি ৪/৪৩৫ হাদীস নং ২০৫৭ চিকিৎসা অধ্যায়, হিজামা

৩৪. ইবনে মাজাহ ৩/২৭৫ হাদীস নং ৩৪৮৬ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ، أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ، وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَفِي الْحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ، يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ، وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়েছে (রক্তচাপ বেড়েছে)। অতএব আমার জন্য একজন হিজামাকারী খুঁজে আনো। আর সম্ভব হলে যুবক কে আনবে। বৃদ্ধ বা বালককে আনবে না। কারণ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, বাসি মুখে হিজামা করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহর বরকত লাভে ধন্য হতে তোমরা বৃহস্পতিবার হিজামা করাও। কিন্তু বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবার হিজামা করানোর জন্য বেছে নেয়া থেকে বিরত থাক। সোম, মঙ্গলবারে হিজামা করাও। কেননা এ দিনই আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে রোগমুক্তি দান করেন। আর কুষ্ঠরোগ বা শ্বেত রোগ বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।[৩৫]

অর্থাৎ চাঁদের মাসের ১৭, ১৯, ২১ তারিখ এবং বার হিসেবে সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার করতে পারলে সবচে বেশি ভাল। তবে হ্যাঁ যদি এই তারিখগুলোর সাথে দিনের মিল না হয়; তবে করবে না। যেমন ১৭ তারিখ হল শনিবার তবে করবে না। এটাই উত্তম হবে। আর যারা এ হিজামা চিকিৎসা করবে তারা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন। এতে কোন সমস্যা নেই।

হিজামা লাগানোর পারিশ্রমিক

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজামা লাগিয়েছেন এবং হিজামা প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন।[৩৬]

---

[৩৫] . ইবনে মাজাহ ৩/২৭৬ হাদীস নং ৩৪৮৭ চিকিৎসা অধ্যায়, কোন কোন দিন হিজামা করানো উচিত?

[৩৬] . বুখারী ৯/২৬৬ হাদীস নং ৫২৮৯ চিকিৎসা অধ্যায়, নাকে ওষুধ ব্যবহার

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ وَقَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তাকে হিজামার পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজামা করেছেন। আবু তায়বা তাকে হিজামা করেন। এরপর তিনি তাকে দু' সা (৬ কেজি ৩৬০ গ্রাম) খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা তার থেকে পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাঘব করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমরা সে সকল জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচে উত্তম হল হিজামা করা এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা। তোমরা তোমাদের শিশুদের জিহ্বা, তালু টিপে কষ্ট দিও না। বরং তোমরা চন্দন কাঠ (ধোঁয়া) ব্যবহার করাও।[৩৭]

হিজামা চিকিৎসা ওহী চিকিৎসা, সুন্নাহ চিকিৎসা সর্বোত্তম চিকিৎসা। এ চিকিৎসা করার পর হিজামাকারী তার বিনিময় গ্রহণ করতে পারবেন। এতে কোন সমস্যা নেই। অন্যান্য পরিশ্রম করার পর যেভাবে বিনিময় গ্রহণ করা যায়; তেমনি হিজামা চিকিৎসা করে পারিশ্রমিকও গ্রহণ করা যাবে। একজন ডাক্তার সে রোগির পিছনে শ্রম দিচ্ছেন। তাকে সার্জারি করছেন; তার দেখাশুনা করছেন; তাকে সুস্থ হওয়ার জন্য সবধরণের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন। আর এর বিনিময় তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন। তেমনিভাবে একজন হিজামাকারী ডাক্তারও তার রোগির পিছনে সময় দিচ্ছেন। তার সুস্থতার জন্য তাকে তাকে ট্রিটমেন্ট করছেন। তাকে সার্জারি করছেন; তাই উক্ত হিজামাকারী ডাক্তারও তার বিনিময় গ্রহণ করতে পারবেন।

---

৩৭ . বুখারী ৯/২৬৮ হাদীস নং ৫২৯৩ চিকিৎসা অধ্যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য হিজামা লাগানো।

পরিশেষে একটি কথা আমরা হিজামা সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে আছি; আমাদের সুস্থতার জন্য হিজামার করার অনেক প্রয়োজন। তবে উন্নত চিকিৎসা করতে চাইলে করুন; তবে সাথে হিজামা চিকিৎসাও করুন। তেমনিভাবে হিজামা চিকিৎসার সাথে অন্য ট্রিটমেন্টও গ্রহণ করুন। একেবারে সুন্নাত কে দূরে রেখে যতই প্রচেষ্টা করা হোক না কেন তাতে প্রকৃত আরোগ্য হওয়া অনেক কঠিন। তবে সুন্নাহ ব্যবহারে অনেক উপকার বয়ে আনবে ইন শা আল্লাহ। তাই বলি; হিজামা চিকিৎসা সুন্নাহ ও শিফা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া ইমদাদুল উলূম, চাকুন্দিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা
১৩ মুহাররাম ১৪৪০ হিজরী
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী
রাত ৮: ৩২ মিনিট